সুশান্ত দাসের ‘লাল গোলাপ’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা

সমালোচনা- ডঃ ইমন ভট্টাচার্য

অধ্যাপক

সুশান্ত দাসের ‘লাল গোলাপ’ কাব্যগ্রন্থের সমালোচনা

আমরা দেখেছিলাম সুশান্ত দাসের সাহিত্যের মূল ধরণটি রিয়্যালিস্ট। রিয়্যালিজমে কঠোর বাস্তবকে দেখানো হয়, কিন্তু আঁধার পেরিয়ে এক আশার ক্ষীণ রেখাও সেখানে দেখা যায়।কবির বইয়ের নামকবিতায় তাই আমরা দেখি, এক আহ্বান।বলছেন-

“চেয়ে দেখো-
তার একজোড়া দুধের শিশুর ল্যাংটো শরীরে
ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে
উঠোনে আছড়ে পরা মা ঠাকুমার দিকে
হায়!
ওদের বাবার লাশ খবরের কাগজের প্রথম
পাতায়
আর পিচ্‌রাস্তার ধূলোয় লুটায়।”

খুব বাস্তববর্জিত কোন কাল্পনিক আশাবাদী স্বর কি শোনা যাচ্ছে এখানে।না, বাস্তবকে বর্জন করে রিয়্যালিজম্ হয় না, সাহিত্য হয় কি? এরপরেই থাকে একটি জরুরি আহ্বান- “বন্দুক ফেলে দিয়ে হাতে গোলাপ তুলে নাও।”

‘দশ বছরের ভারতমাতা’ কবিতার নামটিই প্রতীকী।একটি মেয়ের কথা বলা হয়েছে তার নাম আসমা।দশ বছরের মেয়ে।তার পরিবারের সব পুরুষ সদস্যেরা রাজমিস্ত্রির কাজ করে।যে ওই ছোট্ট বয়সেই শিখে গেছে পরিশ্রম।তার দাদু তাকে খেয়ে নিতে বলে।তাঁর কোলে মাথা রেখে একটু জিরোয় আসমা।নিজে খেতে বসে আসমা।দুই গ্রাস তুলে দেয় ভাইদের মুখে।থালায় পড়ে থাকে একগ্রাস আলুসিদ্ধ ভাত। এই বয়সেই শিখে নিয়েছে তার স্নেহ ও ত্যাগ। এই মেয়েই তাই যেন ভারতমাতা। লক্ষ্য করার বিষয়, ‘ভারতমাতা’ এই আইকনটির সঙ্গে বরাবরই হিন্দুত্বের একটি অনুষঙ্গ জড়িয়ে ছিল। সেখানে এই কবিতায়

মেয়েটির নাম আসমা। ফলে সেই পুরোনো অনুষঙ্গটি ভেঙে যাচ্ছে। ফলে বলা চলে, এই কবিতায় এক ধরণের সাবভার্সান ঘটিয়েছেন কবি। যা আধুনিক ও উত্তরাধুনিক কবিতার অন্যতম লক্ষণ।

গ্রীক সাহিত্যের সন্দর্ভে আমরা পাই তিনটি ধারণার কথা।এগুলি হল এরস, ফিলোস এবং অ্যাজাপে বা অ্যাগাপে। এরস হল নারীপুরুষের ভালোবাসা, ফিলোস হল সেই ভালোবাসার সঙ্গে যখন বন্ধুত্ব এসে যোগ দেয়।কিন্তু অ্যাজাপে চরিত্রে খানিকটা আলাদা।এ হল সর্বমানুষ, পশু, পাখি, গাছ সকলের প্রতি এক উদার ভালোবাসা।এই হল ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্তর।গ্রীক পণ্ডিতদের মতে।

এই কবির প্রথমে উল্লিখিত দুটি কবিতায় কবির এই মনোভাবই ব্যক্ত হয়েছে। অ্যাজাপে।এভাবে সংক্ষেপে একে বলা যায়।এটি সুশান্ত দাসের কবিতার একটি প্রবণতা, তা আগেও বলেছি। কিন্তু এবারে আমরা প্রসঙ্গান্তরে যাব। দেখার চেষ্টা করব এরস প্রেম এই বইয়ের কবিতায় কিভাবে ধরা দিয়েছে। যেমন, 'সুখ' কবিতায় নিশ্চিন্ত পাহাড়চূড়ায় বসেও মহুয়ার আসক্তির সঙ্গে রমণীর আধবোঁজা চোখকে তুলনা করেছেন।

'আর একটু থাকো' কবিতায় তাঁর প্রেমিকাকে বলেন- "কয়েক পা হেঁটেছ আমার সঙ্গে বলো/ এখনই চলে যাচ্ছ আমায় ছেড়ে?"

'তাজমহল' কবিতায় দেখি রবীন্দ্রনাথ উদ্ধৃত করেছেন কবি।এক ছোট্ট বাসা বেঁধেছেন। তার গেটের উপরে প্রেমিকার নাম লেখা। শাহজাহানের প্রেমের স্মারক তাজমহলের নামেই তাই কবিতাটির নাম।

এই প্রেমের কবিতাগুলোর পাশেই আছে 'সকাল ডাকছে', 'সাত সকালে'-র মত কবিতা।যা স্বভাবে ভীষণ তরতাজা।এবং পাঠককেই যেন বন্ধু বলে গল্প শোনাচ্ছেন কবি।

ফলে লাল গোলাপ হয়ে ওঠে প্রেমের থেকে বন্ধুত্বের তা ছাড়িয়ে দেশ ও সার্বিক ভালোবাসার প্রতীক।এরস, ফিলোস ও অ্যাজাপে ফুটে ওঠে একই আধারে, একটি বইয়ের কবিতার মালায়।